2

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 03 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সাবসিডিয়ারীর বদলে সমন্বিত অনার্স কোর্স

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ হইতে অনার্স কোর্সে সাবসিডিয়ারী বিষয় বাতিল করিয়া সমন্বিত অনার্স কোর্স পদ্ধতি চালু করা হইবে। সম্প্রতি বিভিন্ন অনুষদের ডীনও বিভাগ গুলির চেয়ারম্যানদের এক যৌথ সভায় এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভাগের একক

(২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, দ্রুত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং সেশন জট নিরসনকল্পে সমন্বিত কোর্স চালু হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পদ্ধতিতে অনার্স কোর্সে মূল বিষয়ে ৯০০ নম্বর ও সাবসিডিয়ারী দুইটি বিষয়ে বাধ্যতামূলক ৬০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হয়। অথচ সাবসিডিয়ারীর কোন নম্বর ফাইনাল পরীক্ষায় যুক্ত হয় না; কিংবা শ্রেণী নির্ধারণে কোন প্রয়োজনেই লাগে না। সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় ৩৩ নম্বর পাওয়াই যথেষ্ট। অথচ অনার্সের পাশাপাশি সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারিলে অনার্স বাধাগ্রস্ত হয়। ইহাছাড়া, প্রতিবছর সাবসিডিয়ারী সংক্রান্ত জটিলতায় শত শত ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাবর্ষ পিছাইয়া যাইতেছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমন্বিত অনার্স কোর্সে মোট নম্বর হইবে ১৫০০। তবে প্রতিটি কোর্স কত নম্বরের হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে সংশ্লিষ্ট বিভাগ। ইহা ছাড়া, প্রতিটি 'কোর' কোর্স ও 'অপশনাল' কোর্স বিভাজনের বিষয় প্রাথমিক পর্যায়ে বিভাগীয় কমিটির সভায় মতামত গ্রহণ করার পর অনুষদের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সাবসিডিয়ারী কোর্স বিলুপ্ত হইলে সমন্বিত কোর্সের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে। এই ক্ষেত্রে আপাততঃ অন্য বিভাগের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হইবে।

এই ব্যাপারে কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম জানান, যুগের দাবী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের জন্য সাবসিডিয়ারী বিষয় বাতিল করা হইতেছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের সহিত সাবসিডিয়ারী সিষ্টেম চালু নাই। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অক্সফোর্ডের আদলে বিন্যস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ত্রিশের দশকে এক্সফোর্ড হইতে সাবডিয়ারী বিষয় উঠাইয়া দেওয়া হইলেও আমরা পারি নাই। তিনি আরও বলেন, সাবসিডিয়ারী বিষয় বাতিলের ফলে বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতা ফিরিয়া আসিবে এবং বিদেশে গিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে না।